সমকাল

তারিখ ..08 SEP 2015....
পৃষ্ঠা ...১... কলাম.....১.....

বেতন স্কেলে এমপিওভুক্ত ৫ লাখ শিক্ষক-কর্মচারী

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত পরে

■ বিশেষ প্রতিনিধি

মন্ত্রিসভায় নতুন পে স্কেল কার্যকরের সিদ্ধান্ত হওয়ায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও বেতন বাড়ছে। তবে তাদের পদমর্যাদার প্রশ্নে এখনও কোনো সুরাহা হয়নি। প্রশাসনের জ্যেষ্ঠ সচিবদের চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের পদমর্যাদা এক ধাপ নিচে রয়েছে। বেতন স্কেলের এই বৈষম্য দূর করা এবং শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন স্কেল চালুর দাবিতে দেশের ৩৭টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আজ মঙ্গলবার একযোগে পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করবেন। তবে এমপিওভুক্ত পৌনে ৫ লাখ বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীর জন্য রয়েছে সুখবর। তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই নতুন জাতীয় ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

বেতন স্কেলে এমপিওভুক্ত

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্ত হবেন। গত ১ জুলাই থেকেই নতুন স্কেলে বেতন পাবেন তারা।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা সমকালকে বলেন, 'মর্যাদা আর পে স্কেল এক জিনিস নয়। পে স্কেলে বেতন নির্ধারিত হয়। মর্যাদা দেওয়া হয় আলাদাভাবে।' তিনি জানান, 'সিদ্ধান্ত হয়েছে, শিক্ষকদের স্বতন্ত্র বেতন কাঠামোর দাবি ও অন্যান্য বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কমিটি। এরপর এ কমিটি মন্ত্রিপরিষদের কাছে একটি প্রতিবেদন জমা দেবে। এর পরই মন্ত্রিসভা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।'

গতকাল সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই পে স্কেলের অনুমোদন দেওয়া হয়। সকাল ১০টার দিকে শুরু হওয়া বৈঠক শেষ হয় দুপুর ২টায়। এরপর সংবাদ সম্মেলনে বৈঠকের বিস্তারিত সাংবাদিকদের জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা। এমপিওভুক্তদের জন্য নতুন পে স্কেল কার্যকর হবে উল্লেখ করে সচিব বলেন, তারা নতুন পে স্কেলের সুবিধা পাবেন। তবে তাদের বিষয়ে আরও পর্যালোচনা চলবে। সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে এ পর্যালোচনা পরিচালিত হবে। সচিব বলেন, অর্থ বিভাগে এর খুঁটিনাটি বিষয়গুলো পর্যালোচনা হবে।

তবে নতুন বেতন কাঠামোর সুবিধাদি পেলেও মর্যাদার প্রশ্নে এখনও পিছিয়ে রয়েছেন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। তাদের অভিযোগ, আগের বেতন কাঠামোতে সরকারের সচিব ও সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্ত অধ্যাপকরা একই স্কেল পেলেও নতুন বেতন কাঠামোতে তাদের পদের অবনমন করা হয়েছে। এ বিষয়ে গতকাল ব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা এখন প্রচলিত কাঠামোতেই বেতন পাবেন। তাদের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কমিটি রয়েছে, তারা পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন দেবেন মন্ত্রিপরিষদে। সে প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কেবিনেটে সিদ্ধান্ত হবে।

নতুন কাঠামো অনুসারে মূল বেতন চলতি বছরের ১ জুলাই থেকে এবং ভাতা আগামী বছরের ১ অক্টোবর থেকে কার্যকর হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব। সংবাদ সম্মেলনে তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা সচিব মো. নজরুল ইসলাম খান। শিক্ষা ও অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন জারির আগ পর্যন্ত এমপিওভুক্ত সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন করা হবে। বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাহুলি পে-অর্ডার বা এমপিও দেওয়ার ক্ষেত্রে নানা অসঙ্গতি ও অনিয়ম রয়েছে। তা দূর করতে নতুন করে পর্যালোচনা করা হবে।

আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা : বেতন স্কেলে পদমর্যাদার বিষয়টির সুরাহা না হওয়ায় আন্দোলন চালিয়ে যাবেন শিক্ষকরা। মর্যাদা আর স্বতন্ত্র বেতন স্কেলসহ চার দফা দাবিতে চলা দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আন্দোলন অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তারা। আন্দোলনের অংশ হিসেবে আজ দেশের ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একযোগে পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করা হবে। শিক্ষকরা নিজ নিজ ক্যাম্পাসে বেলা ১১টা থেকে র‍্যালি কর্মসূচি পালন করবেন। গত ১৪ মে থেকে অষ্টম জাতীয় বেতন কাঠামো পুনর্নির্ধারণ এবং স্বতন্ত্র বেতন স্কেলের দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সদস্যরা। ঘোষিত কর্মসূচির মধ্যে আছে ১০ সেপ্টেম্বর ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সম্পাদকদের সঙ্গে শিক্ষকরা ঢাকায় বৈঠক করবেন। বৈঠকে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। ১৩ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ বেলা ১১টায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ে সমাবেশ কর্মসূচি পালন করা হবে। সমাবেশে দেশের ৩৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা উপস্থিত থাকবেন। সমাবেশ শেষে দাবির পক্ষে শিক্ষকদের স্মারকলিপি শিক্ষামন্ত্রী বরাবর পাঠানো হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের বক্তব্য : মন্ত্রিসভায় পাস হওয়া নতুন পে স্কেলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দাবির প্রতিফলন হয়নি বলে মনে করে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন। ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক ফরিদউদ্দিন আহমেদ ও মহাসচিব এ এস এম মাকসুদ কামাল গত রাতে এক বিবৃতিতে বলেন, মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দাবিগুলো ও অবমাননার বিষয়টি বিবেচনা না করেই নতুন বেতন স্কেল অনুমোদন করা হয়েছে এবং সিলেকশন গ্রেড বাতিল করা হয়েছে। এও বলা হয়েছে যে, এই বেতন স্কেল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য প্রযোজ্য হবে না। এ অবস্থায় ঘোষিত বেতন স্কেল অনেকটাই অস্পষ্ট এবং ধারণা করা হচ্ছে, শিক্ষকদের ন্যায্য আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন এই বেতন স্কেলে হবে না। এ ক্ষেত্রে সিনিয়র মন্ত্রীদের সমন্বয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠনের দাবি জানান ফেডারেশনের নেতারা। বিবৃতিতে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের এ আন্দোলন শুধু বেতন-ভাতার জন্য নয়, শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক ও সামগ্রিক রূপ দিয়ে প্রকৃত মানবসম্পদ সৃষ্টির দ্বার উন্মোচন করাই আন্দোলনের লক্ষ্য।

জাবিতে অফিসারদের মানববন্ধন : জাবি প্রতিনিধি জানান, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসারদের বেতন কাঠামোতে বৈষম্য দূরীকরণের দাবিতে বাংলাদেশ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স ফেডারেশনের আহ্বানে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) অফিসার্স সমিতি। গতকাল বেলা ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে তারা এ কর্মসূচি পালন করেন।

এ সময় অফিসার সমিতির সভাপতি আবদুস সালাম মো. শরীফ, সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহমান বাবুসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যালয়ের শতাধিক কর্মকর্তারা অংশ নেন।

আনন্দে আত্মহারা এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা : শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জানা গেছে, এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের নতুন স্কেলে বর্ধিত বেতন দিতে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে এক হাজার ৭০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত লাগবে। বর্তমানে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বাবদ বছরে যে পরিমাণ টাকা লাগে, এটি হবে তার চেয়ে ২৯ শতাংশ বেশি। বর্তমানে সারাদেশের ২৬ হাজার ৭০টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪ লাখ ৭৭ হাজার ২২১ জন শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্ত রয়েছেন। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে এমপিওভুক্তি খাতে সরকারের বরাদ্দ ছিল ৭ হাজার ১৯৫ কোটি টাকা।

বর্তমান বেতন কাঠামোতে এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সপ্তম গ্রেডে (১৫ হাজার টাকা) বেতন পান। নতুন স্কেল কার্যকরের প্রজ্ঞাপন জারি হলে তিনি পাবেন ২৯ হাজার টাকার স্কেল। এ ছাড়া সিনিয়র শিক্ষক নবম গ্রেডে ১১ হাজার টাকার পরিবর্তে ২২ হাজার টাকা ও সহকারী শিক্ষক দশম গ্রেডে ৮ হাজার টাকার পরিবর্তে ১৬ হাজার টাকার স্কেলে বেতন পাবেন।

নতুন পে স্কেলে অন্তর্ভুক্ত হতে পেরে আনন্দে আত্মহারা বেসরকারি শিক্ষকরা। গতকাল আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করেছেন তারা। জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের নেতারা গতকালই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এক অভিনন্দনপত্র পাঠিয়েছেন। সরকারকে আরও অভিনন্দন জানিয়েছে বাংলাদেশ অধ্যক্ষ পরিষদ, বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (বাকবিশিস), বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (নজরুল), শিক্ষক-কর্মচারী সংগ্রামী সমন্বয় ঐক্য পরিষদসহ আরও বিভিন্ন সংগঠন।